

বাংলাদেশ পুলিশ



মাক্ফ্য আইনের মংক্ষিত্ধ ধারা

MD.MAHFUZUL HAQUE

Constable No-637

Computer Operator

Sp office, Gazipur.

(১৮৭২ সালের ১ নং আইন)

ক্রমিক নং	ধারা	বিবরণ
		প্রথম খন্ড ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক
১	ধারা	সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, কার্যকরতার সীমা ও প্রবর্তন।
২	ধারা	বাতিল
৩	ধারা	প্রসঙ্গক্রমে ভিন্নতর অভিপ্রায় প্রকাশ না পেলে এই আইনে নিম্নলিখিত শব্দ ও অভিব্যক্তিগুলি নিম্নলিখিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
৪	ধারা	অনুমান করতে পারে, অনুমান করবে, চূড়ান্ত প্রমাণ।
		দ্বিতীয় অধ্যায় বিষয়ে প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে
৫	ধারা	বিচার্য ঘটনা ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয়া যেতে পারে।

৬	ধারা	যে সকল ঘটনা একই কার্যের অংশ সেগুলির প্রাসঙ্গিকতা।
৭	ধারা	যে সকল ঘটনা বিচার্য ঘটনায় উপলক্ষ, কারণ বা পরিমাণ।
৮	ধারা	উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি এবং পূর্ববর্তী বা পরবর্তী আচরণ।
৯	ধারা	প্রাসঙ্গিক ঘটনার ব্যাখ্যা বা উপস্থাপনের জন্য আবশ্যকীয় ঘটনা।
১০	ধারা	অভিন্ন অভিপ্রায় প্রসঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীর কথা বা কার্য।
১১	ধারা	যে সকল ঘটনা অন্য কোনভাবে প্রাসঙ্গিক নহে, সেইগুলি যখন প্রাসঙ্গিক হয়।
১২	ধারা	ক্ষতিপূরণের মামলায় যে সকল ঘটনা আদালত কর্তৃক ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে সহায়তা করে, সেইগুলি প্রাসঙ্গিক।
১৩	ধারা	যখন অধিকার বা প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে তখন যে সকল ঘটনা প্রাসঙ্গিক।
১৪	ধারা	যে সকল ঘটনা মনের বা দেহের অবস্থা বা দৈহিক উপলব্ধির অস্তিত্ব প্রদর্শন করে।
১৫	ধারা	কোন কাজ আকস্মিক অথবা ইচ্ছাকৃত এই প্রশ্নে যে সকল

ঘটনার প্রভাব থাকে।

১৬

ধারা

ব্যবসায় ক্ষেত্রে কোন রীতির অস্তিত্ব যখন প্রাসঙ্গিক।

১৭

ধারা

স্বীকৃতির সংজ্ঞা- স্বীকৃতি হচ্ছে মৌখিক বা লিখিত উক্তি বা বিচার্য বিষয় বা প্রাসঙ্গিক বিষয়সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তের সূচনা করে এবং পরে বর্ণিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেউ বর্ণিত পরিস্থিতিতে করে তাকে স্বীকৃতি বলে।

১৮

ধারা

স্বীকৃতি- মামলার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিবৃতি।

১৯

ধারা

মামলার পক্ষের সহিত যার সম্পর্ক অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে এইরূপ ব্যক্তির স্বীকৃতি।

২০

ধারা

মামলার পক্ষ কর্তৃক ব্যক্তরূপে উল্লিখিত ব্যক্তির স্বীকৃতি।

২১

ধারা

যে ব্যক্তি স্বীকার করে বা যার পক্ষ হতে স্বীকার করা হয় তার বিরুদ্ধে স্বীকৃতির প্রমাণ।

২২

ধারা

দলিলের অন্তর্ভুক্ত বিষয় সম্পর্কে মৌখিক স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক।

২৩

ধারা

দেওয়ানী মামলায় স্বীকৃতি যখন প্রাসঙ্গিক।

২৪

ধারা

প্রলোভন দেখিয়ে বা ভীতি প্রদর্শন করে বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হলে আসামীর সেই

স্বীকারোক্তি অপ্রাসঙ্গিক হবে।

২৫

ধারা

পুলিশ অফিসারের নিকট অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি দোষ স্বীকার করলে তাহা তার বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না।

২৬

ধারা

আসামী পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোন দোষ স্বীকার করলে তা যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে না হয় তবে তা উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে প্রমাণ করা যাবে না।

২৭

ধারা

আসামীর নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে যতটুকু চোরাই মাল বা অস্ত্রশস্ত্র কিংবা আলামত উদ্ধার করা যাবে ততটুকুই আদালতে প্রমাণ করা যাবে বা গ্রহণযোগ্য হবে।

২৮

ধারা

প্রলোভন ভীতি প্রদর্শন বা প্রতিশ্রুতিজনিত ধারণা অপসারণের পর প্রদত্ত স্বীকারোক্তি প্রাসঙ্গিক।

২৯

ধারা

স্বীকারোক্তি অন্য ভাবে প্রাসঙ্গিক হলে কেবল গোপনীয় ভাবে প্রতিশ্রুতি ইত্যাদির দরুন তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

৩০

ধারা

প্রমাণিত যে স্বীকারোক্তি উক্ত স্বীকারোক্তিকারক ও তার সহিত একই অপরাধে যৌথভাবে বিচারাধীন ব্যক্তিকে

প্রভাবিত করে তা বিবেচনা।

৩১

ধারা

স্বীকৃতি চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, তবে প্রমাণে প্রতিবন্ধ সৃষ্টি করতে পারে।

**যে সকল লোকে সাক্ষীরূপে আহ্বা করা যায় না,
তাদের বিবৃতি**

৩২

ধারা

যে ব্যক্তি মৃত বা নিখোজ ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে তার বিবৃতি যেসকল ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

৩২

(১)

ধারা

মৃত্যুকালীন বিবৃতি বা জবানবন্দী যখন প্রাসঙ্গিক।
(পিআরবি নিয়ম ৬৬)।

৩৩

ধারা

কোন সাক্ষ্য প্রদত্ত বিবৃতির সত্যতা পরবর্তী মামলায় প্রমাণের জন্য উক্ত সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা।

বিশেষ অবস্থায় প্রদত্ত বিবৃতি

৩৪

ধারা

হিসেবের খাতায় লিপিবদ্ধ যখন প্রাসঙ্গিক।

৩৫

ধারা

কর্তব্য পালনকালে সরকারী রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ বিষয় প্রাসঙ্গিক।

৩৬

ধারা

মানচিত্র, চার্ট ও পরিকল্পনায় প্রকাশিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা।

৩৭

ধারা

কোন আইন বা বিজ্ঞপ্তিতে সাধারণের জ্ঞাতব্য ধরনের বিষয় সম্পর্কিত বিবৃতির প্রাসঙ্গিকতা।

৩৮

ধারা

আইন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কোন আইন সম্পর্কিত বিবৃতির

প্রাসঙ্গিকতা।

বিবৃতির যতটুকু অংশ প্রমাণ করতে হবে

৩৯

ধারা

বিবৃতি যখন কোন কথোপকথন, দলিল গ্রন্থ অথবা পত্র বা কাগজ সমষ্টির অংশ বিশেষ হয় তখনি কি সাক্ষ্য দিতে হয়।

বিচার আদালতের রায় যখন প্রাসঙ্গিক

৪০

ধারা

দ্বিতীয় মামলার বিচার নিষিদ্ধ করার জন্য পূর্ববর্তী মামলার রায় প্রাসঙ্গিক।

৪১

ধারা

প্রবেট, এখতিয়ার ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোন রায়ের প্রাসঙ্গিকতা।

৪২

ধারা

৪১ ধারায় উল্লিখিত রায় ব্যতীত কোন রায়, আদেশ বা ডিক্রীর প্রাসঙ্গিকতা ও পরিণাম।

৪৩

ধারা

৪০ হতে ৪২ পর্যন্ত ধারায় উল্লিখিত রায় ইত্যাদি ব্যতীত অন্যান্য রায় ইত্যাদি যখন প্রাসঙ্গিক।

৪৪

ধারা

রায় দেয়ার জন্য প্রবঞ্চনা বা ষড়যন্ত্র অথবা আদালতের অযোগ্যতা প্রমাণ করা যেতে পারে।

৪৫

ধারা

বিশেষজ্ঞের অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক।

তৃতীয় পক্ষের অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক

৪৬

ধারা

বিশেষজ্ঞের অভিমতের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়।

৪৭

ধারা

হস্তাক্ষর সম্পর্কে অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক।

৪৮

ধারা

অধিকার বা প্রথার অস্তিত্ব সম্পর্কে অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক।

৪৯ ধারা প্রচলিত রীতি মতবাদ ইত্যাদির সম্পর্কে অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক।

৫০ ধারা আত্মীয়তা সম্পর্কে অভিমত যখন প্রাসঙ্গিক।

চরিত্র যখন প্রাসঙ্গিক

৫১ ধারা মতামতের হেতু যখন প্রাসঙ্গিক।

৫২ ধারা দেওয়ানী মামলায় কথিত আচরণ প্রমাণ করার জন্য চরিত্র প্রাসঙ্গিক।

৫৩ ধারা ফৌজদারী মামলায় পূর্ববর্তী সচরিত্র প্রাসঙ্গিক।

৫৪ ধারা পূর্ববর্তী অসৎ চরিত্র উত্তরদান প্রসঙ্গে ব্যতীত অন্যভাবে প্রাসঙ্গিক নহে।

৫৫ ধারা ক্ষতিপূরণ নির্ণয়ে চরিত্রের গুরুত্ব।

দ্বিতীয় খন্ড

প্রমাণ বিষয়

তৃতীয় অধ্যায়

৫৬ ধারা যেই সকল বিষয় বিচারকের দৃষ্টিগোচরে নেয়ার যোগ্য সেইগুলি প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

৫৭ ধারা যেই সকল বিষয় আদালতের অবশ্যই বিচারক হিসেবে দৃষ্টিগোচরে নিতে হবে।

৫৮ ধারা স্বীকৃত বিষয় প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

মৌখিক সাক্ষ্য সম্পর্কে

৫৯ ধারা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনা প্রমাণ করা যেতে পারে।

৬০	ধারা	মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে।
৬১	ধারা	দলিলের বিষয়বস্তু প্রাথমিক সাক্ষ্য অথবা মাধ্যমিক সাক্ষ্যের দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে।
৬২	ধারা	প্রাথমিক সাক্ষ্যঃ প্রাথমিক সাক্ষ্য অর্থ সংশ্লিষ্ট দলিলটিই আদালতের পরিদর্শনের জন্য দলিল।
৬৩	ধারা	মাধ্যমিক সাক্ষ্যঃ মূল দলিল হতে জাবেদা নকল, যান্ত্রিক উপায়ে প্রস্তুতকরণ, মূল দলিলের সহিত মিলিয়ে লওয়া নকল, অথবা কোন দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে মৌখিক বিবরণ ইত্যাদি মাধ্যমিক সাক্ষ্য।
৬৪	ধারা	প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা দলিল প্রমাণ।
৬৫	ধারা	যে সকল ক্ষেত্রে দলিল সম্পর্কে মাধ্যমিক সাক্ষ্য দেয়া যেতে পারে।
৬৬	ধারা	দলিল উপস্থাপিত করার নোটিশ সংক্রান্ত নিয়মাবলী।
৬৭	ধারা	উপস্থাপিত দলিলের লেখক বা স্বাক্ষরকারী বলে কথিত ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তাক্ষরের প্রমাণ।
৬৮	ধারা	যে দলিল সত্যায়িত করা আইনত প্রয়োজন, তা সম্পাদনের প্রমাণ।
৬৯	ধারা	যে ক্ষেত্রে সত্যায়নকারী সাক্ষী পাওয়া যায় না, সেই ক্ষেত্রে প্রমাণ।
৭০	ধারা	সত্যায়িত দলিলের পক্ষ কর্তৃক সম্পাদনের স্বীকৃতি।
৭১	ধারা	সত্যায়নকারী সাক্ষী দলিল সম্পাদন অস্বীকার করলে সে ক্ষেত্রে প্রমাণ।

৭২	ধারা	যে দলিল সত্যায়িত করা আইনত প্রয়োজন হেন, উহার প্রমাণ।
৭৩	ধারা	স্বীকৃত বা প্রমাণিত স্বাক্ষর, হস্তান্তর বা সীলের সহিত অন্য কোন স্বাক্ষর বা সীলের তুলনা।
৭৪	ধারা	সরকারি দলিল।
৭৫	ধারা	বেসরকারী দলিল।
৭৬	ধারা	সরকারি দলিলের প্রত্যায়িত অনুলিপি।
৭৭	ধারা	প্রত্যায়িত অনুলিপি উপস্থিত করে দলিল প্রমাণ।
৭৮	ধারা	অন্যান্য সরকারী দলিল।
দলিল সম্পর্কে অনুমান		
৭৯	ধারা	প্রত্যায়িত অনুলিপির শুদ্ধতা সম্পর্কে অনুমান।
৮০	ধারা	লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত দলিল সম্পর্কে অনুমান।
৮১	ধারা	গেজেট, সংবাদপত্র, পার্লামেন্টের বেসরকারী আইন ও অন্যান্য দলিল সম্পর্কে অনুমান।
৮২	ধারা	ইংল্যান্ডে যেই সকল দলিল, সীল ও স্বাক্ষর প্রমাণ ব্যতীত গ্রাহ্য হয়, সেইগুলি সম্পর্কে অনুমান।
৮৩	ধারা	সরকারী কর্তৃত্বাধীনে প্রণীত নকশা বা পরিকল্পনা সম্পর্কে অনুমান।
৮৪	ধারা	আইন ও আদালতের সিদ্ধান্তের রিপোর্ট সংকলন সম্পর্কে অনুমান।
৮৫	ধারা	মোক্তার নামা সম্পর্কে অনুমান।

৮৬	ধারা	বিদেশী বিচার বিভাগীয় নথিপত্রের জাবেদা নকল সম্পর্কে অনুমান।
৮৭	ধারা	পুস্তক, মানচিত্র ও চার্ট সম্পর্কে অনুমান।
৮৮	ধারা	তারবার্তা সম্পর্কে অনুমান।
৮৯	ধারা	উপস্থাপিত হয়নি এরূপ দলিলের যথাযথ সম্পাদন ইত্যাদি সম্পর্কে অনুমান।
৯০	ধারা	ত্রিশ বৎসরের পুরাতন দলিল সম্পর্কে অনুমান।
ষষ্ঠ অধ্যায়		
দলিলী সাক্ষ্য দ্বারা মৌখিক সাক্ষ্য বর্জন		
৯১	ধারা	চুক্তি সম্পত্তির স্বত্বাধিকার, দান বা অন্যবিধ বিলি ব্যবস্থার শর্তাবলী দলিলের আকাণ্ডে লিপিবদ্ধ হলে সেই সম্পর্কে সাক্ষ্য।
৯২	ধারা	মৌখিক চুক্তির সাক্ষ্য বর্জন।
৯৩	ধারা	দ্ব্যর্থবোধক দলিলের ব্যাখ্যা বা সংশোধনের সাক্ষ্য বর্জন।
৯৪	ধারা	বিদ্যমান বিষয়ে দলিলের প্রয়োগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বর্জন।
৯৫	ধারা	বিদ্যমান বিষয় প্রসঙ্গে অর্থহীন দলিল সম্পর্কে সাক্ষ্য।
৯৬	ধারা	কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে কেবল একজনের প্রতি প্রযোজ্য ভাষা প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য।
৯৭	ধারা	দুইটি বিষয় সমষ্টির মধ্যে একটির প্রতিও যেই ভাষা সম্পূর্ণ ও সঠিকভাবে প্রযোজ্য নয়, উহার একটির প্রতি উহা প্রয়োগ সম্পর্কে সাক্ষ্য।
৯৮	ধারা	অস্পষ্ট বর্ণলিপি ইত্যাদি সম্পর্কে সাক্ষ্য।

৯৯	ধারা	দলিলে শর্তবালী পরিবর্তনের চুক্তি সম্পর্কে যে সাক্ষ্য দিতে পারে।
১০০	ধারা	উইল সম্পর্কে উত্তরাধিকার আইনের বিধানসমূহ সংরক্ষণ।
তৃতীয় খন্ড সাক্ষ্য উপস্থাপন ও উহার ফল সপ্তম অধ্যায় প্রমাণের দায়িত্ব সম্পর্কে		
১০১	ধারা	প্রমাণের দায়িত্ব।
১০২	ধারা	প্রমাণের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ত থাকে।
১০৩	ধারা	কোন নির্দিষ্ট বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৪	ধারা	সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য যে বিষয় প্রমাণ করতে হবে তা প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৫	ধারা	আসামীর মামলা যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে তা প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৬	ধারা	যে বিষয় বিশেষভাবে কারও অবগতির মধ্যে তাকে তা প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৭	ধারা	যে ব্যক্তি জীবিত বলে ত্রিশ বৎসর যাবত জ্ঞাত আছে তার মৃত্যু প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৮	ধারা	যে ব্যক্তি সম্পর্কে সাত বৎসর যাবত কোন খবর পাওয়া যায়নি সে যে জীবিত আছে তা প্রমাণের দায়িত্ব।
১০৯	ধারা	অংশীদারগণের মধ্যে, জমিদার ও প্রজার মধ্যে, মালিক ও প্রতিনিধির মধ্যে সম্পর্কে প্রমাণের দায়িত্ব।

১১০	ধারা	মালিকানা প্রমাণের দায়িত্ব।
১১১	ধারা	যে লেনদেনের ক্ষেত্রে এক পক্ষের সক্রিয় আস্থার সম্পর্কে সেই ক্ষেত্রে সরল বিশ্বাসের প্রমাণ।
১১২	ধারা	বিবাহ স্থির থাকাকালে সন্তানের জন্মই উহার বৈধতার চূড়ান্ত প্রমাণ।
১১৩	ধারা	কোন ভুখন্ডের স্বত্ব সমর্পণের প্রমাণ।
১১৪	ধারা	আদালত কতিপয় বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারেন।
অষ্টম অধ্যায়		
প্রতিবন্ধ		
১১৫	ধারা	প্রতিবন্ধ।
১১৬	ধারা	প্রজার এবং দখলকারীর অনুমতিক্রমে ব্যবহারকারীর প্রতিবন্ধ।
১১৭	ধারা	বরাত চিঠির স্বীকৃতিদাতা, গচ্ছিত গ্রহীতা ও অনুমতিক্রমে ব্যবহারকারীর প্রতিবন্ধ।
নবম অধ্যায়		
সাক্ষী সম্পর্কে		
১১৮	ধারা	যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিতে পারেনঃ সকল ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য। আদালত যদি মনে করেন যে, অল্প বয়স্ক কিংবা অতি বৃদ্ধ অথবা অসুস্থমনা কোন লোককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে তারা সে প্রশ্ন বুঝতে বা যুক্তি সঙ্গত উত্তর দিতে পারবেন তবে তারাও সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য।

১১৯	ধারা	বোবা সাক্ষীঃ যে লোক কথা বলতে পারেন না তিনি যদি তার বক্তব্য লিখে বা ইশারা করে আদালতকে বুঝাতে পারেন তবে সেই বোবা লোকও সাক্ষ্য দিতে পারেন।
১২০	ধারা	দেওয়ানী মামলার পক্ষগণ এবং তাদের স্ত্রী বা স্বামী ফৌঃ মামলার বিচারাধীন ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী।
১২১	ধারা	জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ।
১২২	ধারা	বিবাহ বজায় থাকাকালীন বার্তা।
১২৩	ধারা	রাষ্ট্রীয় ব্যাপার সম্পর্কে সাক্ষ্য।
১২৪	ধারা	সরকারি বার্তার আদান-প্রদান।
১২৫	ধারা	অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে সংবাদ।
১২৬	ধারা	পেশা সম্পর্কিত বার্তা।
১২৭	ধারা	দোভাষী ইত্যাদির ক্ষেত্রে ১২৬ ধারার প্রয়োগ।
১২৮	ধারা	স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সাক্ষ্য দেয়ার ফলে সুবিধা পরিত্যক্ত হয় না।
১২৯	ধারা	আইন উপদেষ্টার সহিত গোপন বার্তার আদান প্রদান।
১৩০	ধারা	মামলার পক্ষ নহে এইরূপ স্বত্বেও দলিল উপস্থাপন।
১৩১	ধারা	যে দলিল অপর কোন লোকের দখলে থাকলে সে তা উপস্থাপন করতে অস্বীকার করতে পারত, তা উপস্থাপন।
১৩২	ধারা	কোন প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষীকে অপরাধের সহিত জড়িত করবে, এই অজুহাতে উত্তরদান হতে সাক্ষীকে অব্যাহতি দেয়া যায় নি।
১৩৩	ধারা	দুষ্কর্মে সহযোগী।

১৩৪

ধারা

সাক্ষীর সংখ্যা।

দশম অধ্যায়

সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ সম্পর্কে

১৩৫

ধারা

সাক্ষীগণকে উপস্থিত করা এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করার ক্রম।

১৩৬

ধারা

জজ সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতা নির্ধারণ করবেন।

জবানবন্দী, জেরা ও পুনঃজবানবন্দী।

জবানবন্দীঃ যে পক্ষ সাক্ষীকে হাজির করেছেন সেই পক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা বলা হয়।

১৩৭

ধারা

জেরাঃ বিরুদ্ধ পক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে জেরা বলা হয়।

পুনঃজবানবন্দীঃ জেরার পর যখন সাক্ষীকে উপস্থিতকারী পক্ষ যদি পুনরায় তাকে প্রশ্ন করেন তবে তাকে পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা বলা হয়।

১৩৮

ধারা

সাক্ষ্য গ্রহণের ক্রম, পুনঃজবানবন্দী গ্রহণের নির্দেশ।

১৩৯

ধারা

দলিল উপস্থাপনের জন্য আহৃত ব্যক্তির জেরা।

১৪০

ধারা

চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষ্য।

১৪১

ধারা

ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন।

১৪২

ধারা

উত্তরূপে প্রশ্ন যখন অবশ্যই করা যাবে না।

১৪৩

ধারা

উত্তরূপে প্রশ্ন যখন করা যেতে পারে।

১৪৪

ধারা

লিপিবদ্ধ বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য।

১৪৫

ধারা

পূর্ববর্তী লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে জেরা।

১৪৬	ধারা	জেরায় আইনসঙ্গত প্রশ্ন।
১৪৭	ধারা	সাক্ষীকে যখন উত্তর দিতে বাধ্য করতে হবে।
১৪৮	ধারা	যখন প্রশ্ন করতে হবে এবং সাক্ষী যখন উত্তর দিতে বাধ্য তা আদালত নির্ধারণ করবেন।
১৪৯	ধারা	যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রশ্ন করা যাবে না।
১৫০	ধারা	যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত প্রশ্ন করা হলে সেই ক্ষেত্রে আদালতের কার্যপদ্ধতি।
১৫১	ধারা	অশ্লীল এবং কুৎসাজনক প্রশ্ন।
১৫২	ধারা	অপমান বা উত্যক্ত করার উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন।
১৫৩	ধারা	সত্যবাদিতা পরীক্ষার জন্য প্রশ্ন করা হলে উহার উত্তরের বিরোধিতা করার সাক্ষ্য বর্জন।
১৫৪	ধারা	কোন পক্ষ কর্তৃক নিজের সাক্ষীকে প্রশ্ন করা।
১৫৫	ধারা	সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করা।
১৫৬	ধারা	প্রাসঙ্গিক বিষয় সমর্থন করার উদ্দেশ্যমূলক প্রশ্ন গ্রহণযোগ্য।
১৫৭	ধারা	একই বিষয় সম্পর্কে সাক্ষীর পরবর্তী সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য পূর্ববর্তী সাক্ষ্য প্রমাণ করা যেতে পারে।
১৫৮	ধারা	প্রমাণিত যেই সকল বিবৃতি ৩২ ও ৩৩ ধারা অনুসারে প্রাসঙ্গিক সেইগুলি সম্পর্কে যেই সকল বিষয় প্রমাণ করা যেতে পারে।
১৫৯	ধারা	স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করা। সাক্ষী যখন স্মৃতিপুনরুজ্জীবিত করার জন্য দলিলের অনুলিপি ব্যবহার করতে পারে।

১৬০	ধারা	১৫৯ ধারায় উল্লিখিত দলিলে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য।
১৬১	ধারা	স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন লিখন সম্পর্কে বিরুদ্ধ পক্ষের অধিকার।
১৬২	ধারা	দলিল উপস্থাপন।
১৬৩	ধারা	তলবকৃত এবং নোটিশ মোতাবেক উপস্থাপিত দলিল সাক্ষ্য হিসেবে দেয়া।
১৬৪	ধারা	নোটিশ দেয়া সত্ত্বেও যে দলিল উপস্থাপিত করতে অস্বীকার করা হয়েছে তা সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহার।
১৬৫	ধারা	জজ কর্তৃক প্রশ্ন করার বা কিছু উপস্থাপিত করার আদেশদানের ক্ষমতা।
১৬৬	ধারা	জুরি বা এসেসরগণ কর্তৃক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা।
একাদশ অধ্যায়		
অন্যায়রূপে সাক্ষ্য গ্রাহ্য ও অগ্রাহ্য করা		
১৬৭	ধারা	অন্যায়ভাবে সাক্ষ্য গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা হলে এই জন্য নতুন করে বিচার হবে না।
****সমাপ্ত****		